১। পাঠ্যপুস্তকের অর্থনৈতিক, ভাষাগত, সামাজিক, আত্মিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক ভাবে শ্রেণিকক্ষে উক্ত সমস্যার উপস্থিতি বিচার করা।

২। পাঠ্যপুস্তকের পরিমাণগত আলিয়াসে চলতি নিয়ম।

৩। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু গতিশীল হিসাবে এবং নিত্য জেলা।

৪। পাঠ্যপুস্তক সমস্যা-সংকুল অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক হবে।

৫। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনই বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়ে পাঠ্যক্রম সমন্বিত করা।

৬। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধান এবং সমালোচনামূলক চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা।

৭। পাঠ্যপুস্তকের সমস্যাসংকুল বিষয়বস্তু ও উপযুক্ত করা।

৮। ছাত্র-ছাত্রী সাহচর্য, অভিজ্ঞতা, লোকজীবনের লোকজ ভাষা — এই সমন্বিত ভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা সংকুল পাঠ্যক্রমের উপযোগী করা।

৯। ব্যক্তি, বিভিন্ন গ্রহণ এবং ভেদে বিভিন্নতা, মানসিক, মুখাপেক্ষী — প্রত্যেক সুবিধা প্রদান করা।

১০। সমাজের অর্থনৈতিক পরিবেশ গ্রহণ করা।

১১। বর্তমানের পাঠ্যপুস্তক অবস্থা সংকুল আলোচনা করার সময় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করা উচিত।

১২। পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন নীতি গ্রহণ করা।

সীমাবদ্ধতা :— বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম নীতি-নির্ধারণ কার্যক্রমে গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় কারণ কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।

১। পাঠ্যক্রমের অন্তর্বস্তুর বিষয়ে বাদে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী নীতি উদ্দেশ্যসমূহ দ্বারা গ্রহণে চমৎকার অধিক জেলা গ্রহণ নিয়ম।

২। শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের অভাব।

৩। পাঠ্যটির সামগ্রিক বেশ্যুর বিভিন্নতা অনুমতি — পরিবেশ — সমকালীন সমস্যা বিষয় — সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করা গ্রহণ নিয়ম।

৪। পাঠ্যপুস্তক ভাষা দুর্বোধ্য হওয়ায় শ্রেণিকক্ষে বাদে পাঠ্যপুস্তক সমস্যা অধ্যয়ন করে — হলেও কার্যত কঠিন।

৫। পরিবেশ বিষয়ক বাদে প্রয়োজনীয় — বহু সমস্যাসংকুল গ্রহণ নিয়ম।